দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী

ইসলাম বিশ্বমানবের চিরন্তন স্বভাবধর্ম যা মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মহানবী মোস্তফা (সাঃ)-এর মাধ্যমে। সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি, ইহকালীন জীবনের দৈহিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণ বিকাশের এবং পরকালীন জীবনের সার্বিক মুক্তির বিধিবিধান ও পথনির্দেশনা রয়েছে ইসলাম ধর্মে। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ও সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তদানুযায়ী আদর্শ জীবন যাপন ও আদর্শ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আল-কুরআনের আলোকে জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষার মৌলনীতি, আদর্শ এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে রসূলে করীমের নির্দেশাবলীও বহু হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের বিশ্বজনীন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃতি ও পরিধিও অতি ব্যাপক এবং কালের আবর্তন ও বিবর্তন এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সংগতি রক্ষা করে চলার গুণসম্পন্ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গতিশীলতা ও ব্যাপকতার প্রমাণ রয়েছে মহানবীর শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি একজন শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। সাহাবীগণ সাক্ষ্য দেনঃ রসূলেপাক ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি সর্বকালের, সর্বজাতির জন্য অনুকরণীর আদর্শ। একথা এখন ঐতিহাসিক সত্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, মধ্যযুগের ইউরোপের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাধারা, পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বাগদাদ ও কর্ডোভার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গভীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে বিশ্বের সর্বত্র ও সকল সমাজে জনগণের জন্য শিক্ষার দ্বার ছিল সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ। যাজক ও পুরোহিত শ্রেণীর ধর্মীয় ও ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কীয় জ্ঞানও ছিল সীমিত। ইসলাম জ্ঞানের এই রুদ্ধ দ্বারকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, জ্ঞানের চেতনাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে এবং জ্ঞানসাধনাকে প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নও মুসলিম আরববাসীদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল আল-কুরআনের নির্দেশাবলী এবং এসব নির্দেশ বাস্তবায়নে রসূলে করীমের সময়োপযোগী কর্মপন্থা প্রবর্তন হয় তাতে ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শিক্ষাদানের ও মৌলিক গবেষণার সুব্যবস্থা ছিল।

এ প্রসংগে ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। কুর-আনে করীমের অবতীর্ণ আয়াতসমূহ ও তাওহীদী মতাদর্শ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার দারুল আরকামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ইসলামের উষালগ্নে স্থাপিত এই শিক্ষাকেন্দ্রটির অনির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যে অতি সীমিত ছিল তা সহজেই অনুমেয়। মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী ও তৎসংলগ্ন দারুস সুফ্ফা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠে। দারুস সুফ্ফাঃ ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিশ্বের প্রথম আবাসিক শিক্ষানিকেতন। মসজিদে নববী ও দারুস-সুফ্ফাতে যেসব বিষয়ে শিক্ষা দান করা হতো তন্মধ্যে ছিলঃ আল-কুরআনের বিশুদ্ধ গঠন, আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তফ্সীর, আকাইদ, ফারাইয বা উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইন, যাকাত, উশর, মিরাজ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক বিধি বিধান, কুলপঞ্জী অশ্বপরিচালনা, তিরান্দাযী, মল্লযুদ্ধের কলাকৌশল ইত্যাদি।

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় মসজিদে নববীর শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআনই করীমকে ভিত্তি করে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তা ছিল সে যুগের সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মার জাতীয় জীবনের প্রয়োজনানুগ সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। মদীনার এই বিদ্যাপীঠে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে তারাই সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি বিজিত দেশে নির্মিত মসিজদসমূহকে প্রখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলেন। এভাবেই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মসজিদসমূহ পরিণত হয় জ্ঞানের আলো বিতরণের কেন্দ্রে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসাসমূহ। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণের প্রথা প্রচলিত হয় আব্বাসী শাসনামলে এবং এসব বিদ্যালয় তখন থেকে মাদরাসাহ নামে আখ্যাত হয়। উমাইয়া যুগে মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা, দামিশক এবং ফুসতাতের মসজিদসমূহ উচ্চ পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। দামিশকের উমাইয়া মসজিদ ছিল সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এ যুগে হাদীছ, ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এক একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার রূপ পরিগ্রহণ করে। অন্যদিকে গ্রীক দর্শন বিজ্ঞানের চর্চার ফলে কয়েকটি নতুন বিদ্যারও উদ্ভব হয়। আল-কুরআন, আল-হাদীছ, আল-ফিকহ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত শতাধিক বিষয় স্বতন্ত্র বিদ্যার বিকাশ লাভ করে এবং এগুলো উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীছ, উলূমুত অশবী, উলূমুত আলসিনা নামে অভিহিত হয়। এক ডজনেরও অধিক শাখা-প্রশাখাসহ দর্শন ও বিজ্ঞান আল-উলূমুল আকলিয়া নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাসমূহ বিপুলভাবে সম্প্রসারিত এবং এক একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণত হওয়ার ফলে কোন একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে একাধিক বিষয়ে সম্যক পারদর্শিতা অর্জন, কিংবা কোন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপরোক্ত সব বিষয়ের অধ্যাপনার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে আব্বাসী শাসনামলে সালজকীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় মাদরাসা নামে অভিহিত উচ্চ শিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার প্রতিষ্ঠানসমূহ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম এবং জামেআ নামেও অভিহিত হয়। হাদীছ সম্পর্কিত উচ্চশিক্ষার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলো দারুল-হাদীছ, কুরআন সম্পর্কিত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ দারুল তাফছীর এবং ফিকহ বা ইসলামী আইনের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দারুল-ফিকহ নামে খ্যাত হয়। চিকিৎসা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় দারুশ শিফা। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিভিন্ন নামে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে আল-উলূমুল নাকলীয়্যা ঐতিহ্যবাহী বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত ঐশীজ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত এবং চিরন্তন ঐশীজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বিষয়সমূহ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়সমূহ (১) উলূমুল কুরআন, (২) উলূমুল হাদীছ, (৩) উলূমুল ফিকহ, (৪) ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকাইদ এবং (৫) উলূমুল লুগাত বা ভাষাতত্ত্ব। উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি আবার বহু শাখায় বিভক্ত। ফলে উলূমে নাকলীয়্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের সংখ্যা হয় শতাধিক। পরবর্তী সময়ে ইলমুল আখলাক তাসাওউফ সীরাত ও তারীখ এ